গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

স্মারক নং-৩৪.০১-০০০০.০০৭.২৭.০১০.২০১৭- ২৮৮ তারিখঃ ১৬.১১.১৭ খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ মনজুরুল হক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কাহালু, বগুড়া কর্তৃক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিভিন্ন সময়ে মোট ২৮(আটাশ) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, ঋণী নং-৪৮৫ জনাব মোঃ আঃ মান্নান-এর নিকট হতে আদায়কৃত ৩,০০০/- টাকা সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা না দিয়ে আত্মসাত এবং মাঠ কার্যালয় হতে ঋণের আদায়কৃত যথাক্রমে ২,৫৫০/- এবং ১৯,৫২৮/- টাকা উক্ত কার্যালয়ের ক্রেডিট সুপারভাইজার জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ-এর নিকট হতে গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা না দিয়ে হস্তমজুদ রাখার অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিমতে এ অধিদপ্তরের ১৯-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৫৮ সংখ্যক স্মারকে তার বিরুদ্ধে এই বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৩০-৫-২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অতঃপর বিধি মোতাবেক বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে অননুমোদিতভাবে ২৮দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা এবং ১৩০৬৮/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় এই দপ্তরের ২২-০৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৪৪ সংখ্যক স্মারকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ(Dismissal from Service) দণ্ডারোপের প্রস্তাবনাসহ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ক্রেডিট সুপারভাইজার-এর বিরুদ্ধে পাল্টা কিছু অভিযোগ এনেছেন। অবশ্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার এ অভিযোগ মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন এবং অভিযুক্ত কর্মচারী ১২-৯-২০১৭ হতে ২৫-৯-২০১৭ পর্যন্ত আবারো অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন মর্মে অভিযোগ করেছেন। অভিযুক্ত কর্মচারী ইতোমধ্যে আত্মসাতকৃত অর্থ সরকারী খাতে জমা দিয়েছেন। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতির তোয়াক্কা না করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভ্যাস তিনি পরিহার করতে পারেননি।

০৩। (ক) এক্ষনে, সেহেতু বিভাগীয় মামলার জবাব, বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন, নথি পর্যালোচনা ও সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ মনজুরুল হক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, কাহালু বগুড়া-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং একই বিধিমালার ৪(২)(বি) অনুযায়ী তার ০১(এক)টি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি পরবর্তী ০২(দুই) বছরের জন্য অক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিতকরণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির দিনগুলো বিনা বেতনে ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০১০.২০১৭- ২৮৮ তারিখ-১৬.১১.১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। কম্পিউটার প্রোগ্রামার(আইসিটি),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৩। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া।
০৪। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা(পত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো)।
০৫। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,কাহালু, বগুড়া।
০৬। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কাহালু বগুড়া-কে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরোপিত শাস্তি তার চাকুরি বহিতে লাল কালিতে লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়া হলো।
০৭। জনাব মোঃ মনজুরুল হক,অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কাহালু, বগুড়া।
০৮। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০৯। অফিস সংরক্ষণ কপি।

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক (শৃংখলা)
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৫৯

Shahidul/E/Realse-327